بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ই নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যে ভালোবাসা এবং প্রেমের সম্পর্ক ছিল তা প্রত্যেক সেই আহমদী জানে যে তার সম্পর্কে কিছুটা পড়েছে বা শুনেছে। শুধু খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রকৃত কোন দৃষ্টান্ত যদি দেয়া যায় তবে তাহলো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হাকীম নূরউদ্দীন (রা.)-এর দৃষ্টান্ত। আনুগত্যের অঙ্গীকার করার পর এর পরম উন্নত আদর্শ দেখিয়ে সেই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকার দৃষ্টান্ত যদি দেয়া যায় তবে তাহলো হযরত মওলানা নূরউদ্দীন (রা.)-এর দৃষ্টান্ত। বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জাগতিক সকল আত্মীয়তার বন্ধনের চেয়ে বেশি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যদি কেউ দৃঢ় সম্পর্ক বন্ধন রচনা করে থাকেন তাহলে এর সবচেয়ে মহান দৃষ্টান্ত হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর দৃষ্টান্ত। সেবক সুলভ অবস্থার অনন্য এবং অতুলনীয় দৃষ্টান্ত যদি কেউ স্থাপন করে থাকেন তাহলে তা সত্যিকার অর্থে হযরত হাকীমুল উম্মত মওলানা নূরউদ্দীন (রা.) করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে বিনয়ের ক্ষেত্রে যদি কেউ পরম মার্গে উপনীত হিসেবে আমাদের চোখে পড়ে তাহলে জামাতে আহমদীয়াতের ইতিহাসে সেই উন্নত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। এছাড়া যুগ ইমাম হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তিনি সেই সম্মান লাভ করেছেন যা অন্য কেউ লাভ করতে পারেনি। তিনি (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে বলেন, '**চে খুশ বূদে আগার হার ইয়াক্য্ উম্মাত নূরে দীঁ বূদে**' অর্থাৎ কতইনা ভালো হতো যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরউদ্দীন হয়ে যেতো।

অতএব এটি এক অসাধারণ সাধুবাদ, অসাধারণ সম্মান যে যুগ ইমাম তাঁর অনুসারীদের জন্য সবকিছুর মানদন্ড হযরত মওলানা নূরউদ্দীনকে নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ সবাই যদি নূরউদ্দীন হয়ে যায় তাহলে এক বিপ্লব আসতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত হাকীম মওলানা নূরউদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনা পাঠ করে মনিব-ভৃত্য, পথপ্রদর্শক ও মুরীদ বা ভক্তের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং ভালোবাসার দৃষ্টান্ত সামনে আসে, বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ত্যাগের মান এবং

আনুগত্যের সুমহান দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার তিনি কাদিয়ান এলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আপনার সম্পর্কে আমার ওপর ইলহাম হয়েছে, **"যদি আপনি আপনার পৈত্রিক নিবাসে ফিরে যান তাহলে আপনার সম্মান হারাবেন।"** এরপর তিনি (রা.) পৈত্রিক নিবাসে যাওয়ার নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি। তখন তিনি তার গ্রাম ভেরাতে এক জাঁকজমকপূর্ণ কোঠি বানাচ্ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ামি যখন সেখানে যাই তখন আমিও সেই ঘর দেখেছি। সেখানে বসে দরস দেয়া এবং চিকিৎসা করার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক বড় একটি হলঘর বানাচ্ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বর্তমান যুগের নিরিখে, অর্থাৎ যখন খলীফা সানী (রা.) একথা বর্ণনা করছেন, সেই ঘর আহামরি কিছু ছিল না কিন্তু যে যুগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন তখন জামাতের কাছে খুব বেশি সম্পদ ছিল না আর সে সময় এমন ঘর নির্মাণ করা সবার জন্য সম্ভবও ছিল না কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ শোনার পর তিনি (রা.) ফিরে গিয়ে এই ঘরের প্রতি তাকিয়েও দেখেন নি। যদিও কোন কোন বন্ধু বলেছিলেন, একবার গিয়ে এই ঘর দেখে আসুন কিন্তু তিনি (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার জন্য সেই ঘর ছেড়ে দিয়েছি তাই এখন আমার আর এটি দেখার প্রয়োজন কি?

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আঞ্জুমানের কতিপয় হর্তাকর্তা নিজেদের একমাত্র জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভাবতে আরম্ভ করে আর জাগতিকতা তাদের ওপর ভর করে, তখন আঞ্জুমানে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় সময় খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর মতামতের মিল থাকতো আর অন্যান্য বড় বড় নেত্রীস্থানীয় হর্তাকর্তার মতামত ভিন্ন হতো। যাহোক এমনই এক উপলক্ষে আঞ্জুমানে তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল বন্ধ করা-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটি বন্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মতামতও তাই ছিল, অর্থাৎ এটি বন্ধ করা সমীচীন হবে না। এই ঘটনা নিয়ে চরম বিতর্ক চলছিল আর অবশেষে বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দরবারে পেশ হওয়ার ছিল। এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় কেউ কেউ এই স্কুলকে ভেঙ্গে শুধু আরবীর একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে ছিল কেননা দু'টো স্কুল চালানোর মতো সাধ্য জামাতের ছিল না। আর এই পক্ষের দল বেশ ভারী ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি মনে করি শুধু দেড় ব্যক্তিই স্কুলের পক্ষে ছিল, যাদের একজন ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আর আমি নিজের সম্পর্কে বলি যে, অর্ধেক ছিলাম আমি, কারণ তখন আমি এক বালক ছিলাম। কিন্তু আমি মনে করি তখন স্কুল সম্পর্কে যেই আবেগ এবং উচ্ছাস আমার ভেতর ছিল যা উন্মাদনার সীমায় উপনীত ছিল; আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যেহেতু শ্রদ্ধাবোধের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে বেশি কথা বলতে পারতেন না

তাই তিনি আমাকে তার কথা পৌঁছানোর মাধ্যম বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি আমাকে তার মতামত জানিয়ে দিতেন আর আমি তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে পৌঁছাতাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সাফল্য দান করেন। যদিও কোন কোন ত্বরাপরায়ণ বন্ধু আমাদের ওপর প্রায় কুফরী ফতওয়া আরোপ করার পর্যায়ে ছিল অর্থাৎ, এই স্কুল যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে তোমরা কুফরী করছো এবং একথাও বলে যে, এরা দুনিয়াদার বা দুনিয়ার কীট। খলীফা আউয়াল এবং মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কেও বলে, এরা দুনিয়াদার বা দুনিয়ার কীট কেননা, এরা ইংরেজী শিক্ষার সমর্থক কিন্তু তাসত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের পক্ষে রায় দেন। স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট এই ঘটনার মাধ্যমে অর্থাৎ, স্কুল খোলা রাখা বা বন্ধ করে দেয়া সংক্রান্ত কথা একটি ভিন্ন বিষয় কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কথা বলার সময় যে ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার ছিল তাও জানা যায়। হয়তো তিনি (রা.) একথাও ভেবে থাকবেন যে, কোন বিষয় উপস্থাপনের সময় কোথাও এমন কথা মুখ থেকে বেরিয়ে না যায় যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মান পরিপন্থী হতে পারে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর অন্তঃদৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে, তার ঈমানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জাতিগঠনের নীতির প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জাতি গঠিত হয় ব্যক্তির মাধ্যমে আর জাতির মাধ্যমে ব্যক্তি উন্নতি করে। উন্নত চিন্তা-ধারার মানুষ, বুদ্ধিমান এবং পুণ্যবান মানুষরা জাতির অনেক বেশি উপকার করে থাকে। মহান এবং উন্নত উদ্দেশ্যাবলী যখন পুণ্যবান ও মেধাবী মানুষের হাতে আসে তখন তা অনেক বেশি উপকারী বা কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। এরপর তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর সাথেও আল্লাহ্ তা'লা একই ব্যবহার করেছেন। তাঁর দাবির প্রারম্ভেই কতিপয় এমন ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন যারা ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সেবা প্রদানকারী ছিলেন। আর খোদা তা'লা যে দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছেন সেই কাজে তাঁর সাহায্যকারী ও সহায়ক ছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা দেখেছি, সত্যিকার অর্থে তাঁরাই সর্বোত্তম সাহায্যকারী ও সহায়ক প্রমাণিত হয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নবুয়তের দাবি করার পূর্বেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হাকীম নূরউদ্দীন সাহেব (রা.)-র মনোযোগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি নিবদ্ধ হয় আর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করতে আরম্ভ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মসীহ্ বা ঈসা হওয়ার দাবি করেন তখন নবুয়ত সংক্রান্ত কিছু বিষয়াদি তাঁর প্রারম্ভিক পুস্তিকা ফতেহ্ ইসলাম এবং তৌযীহে মারাম-এ বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি কুধারণা রাখতো, কোনভাবে এই দু'টো পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি তার দৃষ্টিগোচর হয়। সেই ব্যক্তি জম্মু যায় এবং বলে, আজকে আমি মৌলভী নূরুদ্দীনকে মির্যা সাহেবের খপ্পর থেকে মুক্ত করব। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্

আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে নিয়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঈসা হওয়ার দাবি করেছেন ফতেহ্ ইসলাম এবং তৌযীহে মারাম-এর ছাপার যুগে যা বয়আতের ঘটনার প্রায় দু'বছর পর হয়েছে। এই দু'টো পুস্তিকায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নবুয়তের ধারা যে অব্যাহত আছে তা যুক্তিপ্রমাণের আলোকে উল্লেখ করেন। সে ব্যক্তি তার পুস্তিকায় নবুয়তের ধারা অব্যাহত থাকা সংক্রান্ত বিষয় পাঠ করে বললো, এখন তো অবশ্যই মৌলভী নূরউদ্দীন মির্যা সাহেবকে পরিত্যাগ করবেন কেননা, মৌলভী নূরউদ্দীন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তিনি যখন শুনবেন, মির্যা সাহেব বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর পরও নবী আসতে পারেন তখন তিনি আর মির্যা সাহেবের মুরীদ বা ভক্ত থাকবেন না। এই ব্যক্তি আরো কিছু লোক জড় করে আর হেলে-দুলে ধীরে ধীরে তাঁর (রা.) কাছে পৌঁছে। তাঁর কাছে পৌঁছে সে ব্যক্তি হযরত মৌলভী সাহেবকে বলে, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তিনি (রা.) বলেন, বলুন কি জিজ্ঞেস করতে চান। সে ব্যক্তি বলে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এ যুগের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় নবুয়তের ধারা অব্যাহত আছে– তাহলে আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলবেন? সেই ব্যক্তি ভেবেছিল, আমি এক মৌলভীর কাছে যাচ্ছি, কিন্তু সে জানতো না যে, সে এক মৌলভীর কাছে নয় বরং এমন এক ব্যক্তির কাছে যাচ্ছে যার দ্বারা খোদা তা'লা নিজ জামাতের কাজ নিতে চান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর মূলতঃ দাবিকারকের নিজের অবস্থার ওপর নির্ভর করে, সে এই দাবির যোগ্যতা রাখে কি না। যদি এই দাবিকারক সৎ না হয় তাহলে আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলবো আর দাবিকারক যদি কোন সৎ মানুষ হয়ে থাকে তাহলে আমি নিশ্চিত যে, আমারই ভ্রান্তি, সত্যিকার অর্থে নবী আসতে পারেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, আমার এই উত্তর শোনার পর সেই ব্যক্তি তার সাঙ্গ-পাঙ্গকে বলে, চল এই ব্যক্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, এখন তার সাথে কথা বলে কোন লাভ নেই। তিনি (রা.) বলতেন, এরপর আমি তাকে বললাম, আসল ব্যাপার কি আমাকে একটু খুলে বল। সে বললো, আপনাদের মির্যা সাহেব এই দাবি করেছেন যে,, আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম নাযিল হয় আর আমি নবী-সদৃশ। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তার এই কথা শুনে বলেন, নিঃসন্দেহে মির্যা সাহেব যা কিছু লিখেছেন তা সত্য আর আমি তাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি।

একটি ঘটনা যা সরাসরি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক রাখে না আবার রাখেও। এটি তাঁর (রা.) বোনের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা যাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এক পীর সাহেবকে প্রশ্ন করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। তার বোন আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আগে থেকেই কোন পীরের মুরীদ ছিলেন। সেই পীর বয়আতের পর তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, আজকালকার পীরদেরও অবস্থা একই। এ বিষয়টি

বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বোন এক পীরের মুরীদ ছিলেন। তিনি কাদিয়ান আসেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। ফিরে যাওয়ার পর তার পীর সাহেব তাকে বলেন, তোর কি হলো যে, তুই মির্যা সাহেবের হাতে বয়আত করে এসেছিস? মনে হয় নূরউদ্দীন তোকে জাদু করেছে। ফিরে আসার পর হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর কাছে তিনি একথা উল্লেখ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, পুনরায় পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হলে বলো, আপনার কর্মের জন্য আপনি দায়ী হবেন আর আমার আমলের জন্য আমি দায়ী হবো। আমি মির্যা সাহেবকে মেনেছি এজন্য যে, যদি তাঁকে না মানি তাহলে কিয়ামত দিবসে আমাকে জুতোপেটা করা হবে। এখন আপনি বলুন! আপনি সেদিন কি করবেন? তিনি ফিরে গিয়ে পীর সাহেবকে এই কথাই বলেন। পীর তখন বলে, এটি মনে হয় নূরুদ্দীনেরই দুষ্টামি। সে-ই তোমাকে একথা শিখিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কিয়ামত দিবস যখন আসবে এবং সব মানুষ পুল সিরাতে সমবেত হবে তখন তোমার পাপের বোঝা আমি বহন করবো, তুমি নাচতে নাচতে জান্নাতে চলে যেও। তিনি বলেন, পীর সাহেব! আমরা তো জান্নাতে চলে যাবো কিন্তু আপনার কি হবে? সেই পীর বলে, ফিরিশ্‌তা যখন আমার কাছে আসবে তখন আমি তাকে রক্তিম চোখ দেখিয়ে বলবো, আমাদের নানা ইমাম হোসেনের শাহাদাত কি যথেষ্ট ছিল না যে, আজ কিয়ামত দিবসে আমাদেরকেও কষ্ট দেয়া হচ্ছে? একথা শুনে ফিরিশ্‌তা লজ্জিত হয়ে চলে যাবে আর আমরাও লাফিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সরলতা-সাধুতা আর আনুগত্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, আমরা স্বয়ং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে দেখেছি, তিনি বৈঠকে পুরো বিনয়ের সাথে দীনহীনের ন্যায় বসতেন। একবার এক বৈঠকে বা মজলিসে বিয়ের কথা হচ্ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ডেপুটি মোহাম্মদ শরীফ সাহেব বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হাঁটু উচিয়ে হয়ে বসে ছিলেন আর তাঁর অবনত মাথা ছিল হাঁটুর ওপর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব! জামাত বড় হওয়ার একটি উপায় হলো, বেশি সন্তান-সন্ততি নেয়া, তাই আমার মনে হয় জামাতের বন্ধুরা যদি একাধিক বিয়ে করে তাহলে এর মাধ্যমেও জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হাঁটু থেকে মাথা তুলে বলেন, হুযূর! আমি তো আপনার নির্দেশ মানতে প্রস্তুত কিন্তু এই বয়সে আমাকে কেউ মেয়ে দিতে সম্মত হবে না। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হেসে উঠেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! এরূপ বিনয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণেই তিনি এই মর্যাদা পেয়েছেন।

আজকালও অনেক মানুষকে বিয়ের ব্যাপারে অতি-উৎসাহী দেখা যায় কিন্তু এ কারণে নয়। যদি এর বৈধ কারণ থাকে বা কোন বৈধ কারণ থেকে থাকে তাহলে একাধিক বিয়ে করা নিষেধ

নয় কিন্তু কেউ কেউ পরিবার ধ্বংস করে আরেকটি বিয়ে করে থাকে। তাদের একাজ থেকে বিরত থাকা উচিত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমনটি করতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন।

খলীফা আউয়াল সংক্রান্ত একথা বলার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তাঁর (রা.) সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ খিলাফত এবং জামাত সম্পর্কে ভ্রান্ত পন্থা অনুসরণ করেছে কিন্তু আজও জামাত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে সম্মান করতে বাধ্য এবং তার জন্য দোয়া করে থাকে। আর সেই বিনয় এবং ভালোবাসার কারণেই যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার ছিল আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ে তার প্রতি এই মাহাত্ম্য সঞ্চার করেছেন বা সৃষ্টি করেছেন, যদিও তাঁর কতিপয় সন্তান-সন্ততি ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করেছে কিন্তু তাসত্ত্বেও তাদের পিতার ভালোবাসা আমাদের হৃদয় থেকে উবে যায় না এবং আমরা তাকে দোয়ায় স্মরণ রাখি। আমরা দোয়া করি, খোদা তা'লা তার (রা.) মর্যাদা উন্নীত করুন কেননা, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তখন মেনেছেন যখন সারা পৃথিবী তাঁর (আ.) বিরোধী ছিল।

অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যা চিরস্থায়ী। জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি উপায় হলো, সন্তান-সন্ততির আধিক্য এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একথাও বলেন, যা মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে— তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করতেন, অমুক ব্যক্তির ঘরে সন্তান-সন্ততি কতজন, কয় ভাই এবং তাদের ক'জন সন্তান-সন্ততি রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, যে ঘরে বা বাড়িতে মিঞাঁ বশীর আহমদের বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জিজ্ঞেস করেন, এ বংশে সন্তান-সন্ততি কতজন? যখন তিনি জানতে পারলেন, সাত ছেলে রয়েছে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্য কোন কথা বিবেচনা করার পূর্বেই বলেন, খুব ভালো, এখানেই বিয়ে হওয়া উচিত। তিনি (রা.) বলেন, আমার এবং মিঞাঁ বশীর আহমদ সাহেবের বিয়ের প্রস্তাব এক সাথে দেয়া হয়। আমাদের উভয়ের বিয়ের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথাই জিজ্ঞেস করেছেন, খবর নেয়া উচিত, যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেই পরিবারে সন্তান-সন্ততি কতজন, কয় ছেলে, কয় ভাই। তো অন্যান্য কথার পাশাপাশি তিনি (আ.) 'অলুদান'-কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির আধিক্যের বিষয়টি সামনে রেখেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখনো অনেক মানুষ যখন আমার কাছ থেকে পরামর্শ চায় তখন আমি বলি, দেখ! যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেই ঘরের সন্তান-সন্ততি ক'জন?

আজকের বিশ্বে পরিবার-পরিকল্পনার ওপর অনেক জোর দেয়া হয়। কিন্তু যেসব দেশে এর ওপর অনেক জোর দেয়া হয়েছে তাদের মাঝে এখন উত্তরোত্তর এই চেতনা দৃঢ়তর হচ্ছে যে, এটি একটি ভ্রান্ত রীতি। মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তখনই সমস্যা মাথাচাড়া দেয়। চীন দীর্ঘকাল পর্যন্ত নাগরিকদের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে রেখেছিল, একাধিক সন্তান

যেন না হয়, নতুবা জরিমানা করা হবে বা শাস্তি দেয়া হবে। আর এমন ঘটনাবলীও সেখানে ঘটেছে যে, মানুষ হয় সন্তান নষ্ট করেছে অথবা জন্মের পর সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন তাদের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছে, যার ফলে এখন সেই নিষেধাজ্ঞা তারা প্রত্যাহার করেছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশেও এই বিধি-নিষেধ রয়েছে আর এখন বলা হচ্ছে, যদি এই বিধি-নিষেধ অব্যাহত থাকে তাহলে এসব দেশে স্বল্পকাল পর জনশক্তি আর থাকবে না, কাজ করার জন্য মানুষ পাওয়া যাবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং বর্তমান প্রজন্মের মাঝে এত বড় শূন্যতা দেখা দিবে যে, সেই শূন্যতা বিদেশীদের মাধ্যমে পূর্ণ করতে হবে। এই কারণে এখন তারা নীতি পরিবর্তন করছে। মানুষ যদি খোদার ল' বা আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় আর নিজেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করে তাহলে এমন পরিস্থিতিরই অবতারণা হয়। এখন তারা দুঃশ্চিন্তায় পড়েছে, আমাদের বিভিন্ন প্রজন্মের মাঝে এত বড় শূন্যতা দেখা দিবে, এটি পূরণ করা খুবই কঠিন হবে এবং জাতি ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

যাহোক এটি কথা প্রসঙ্গে একটি কথা আসলো, তাই বললাম। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, বিনয় এবং সরলতা সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খিদমত বা সেবার জন্য বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হতো, খাবার রান্না করানোর প্রয়োজন হতো। প্রথম দিকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যখন অতিথিরা আসতেন, সেই যুগের কথা হচ্ছে, বাজার ইত্যাদি করার প্রয়োজন হতো। স্পষ্টতই একাজ শুধু আমাদের বংশের বা খানদানের পক্ষে করা সম্ভব হতো না তাই প্রায় সময় জামাতের সদস্যরা মিলেমিশেই এই কাজ করতো। তখন রেগুলার বা নিয়মিত লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা ছিল না। ইন্ধন বা জ্বালানি আসলে ঘরের চাকরানী বা দাসী আওয়াজ দিতো, জ্বালানি এসেছে, কেউ থাকলে আসুন আর জ্বালানি ভেতরে রেখে দিন। আগুন জ্বালানোর জন্য যেই লাকড়ি ইত্যাদি আসতো তার কথা বলা হচ্ছে। তখন পাঁচ-সাত মিলে জ্বালানি ভেতরে রেখে দিত। দু'তিন বার এমন হয়েছে, কাজের জন্য চাকরানী ডাকার পরেও কেউ আসে নি। একবার অতিথিশালার জন্য বেশ কিছু উপলা আসে অর্থাৎ গোবরের জ্বালানি আসে। আকাশে মেঘ ছিল। চাকরানী জ্বালানি ভেতরে রাখার জন্য মানুষকে ডাকে কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মসজিদে আক্বসা থেকে কুরআনের দরস প্রদানের পর ফিরে আসছিলেন। তিনি তখন খলীফা ছিলেন না কিন্তু ধর্মের জ্ঞান, তাক্বওয়া এবং চিকিৎসার সুবাদে জামাতে তাঁর এক বিশেষ মর্যাদা ছিল, মানুষের ওপর তাঁর সুগভীর প্রভাব ছিল। দরস শেষে তিনি ঘরে ফিরছিলেন। চাকরানী আওয়াজ দেয়, কেউ থাকলে আসুন, বৃষ্টি হতে যাচ্ছে, গোবরের জ্বালানি উঠিয়ে ভেতরে রেখে দিন। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করে নি। তিনি (রা.) যখন দেখলেন, চাকরানী বা সেবিকার কথার প্রতি কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না বা কর্ণপাত করছে না, তখন তিনি বলেন, ঠিক আছে আজকে আমরাই কাজ করবো। একথা বলে তিনি গোবরের জ্বালানি

উঠিয়ে ভেতরে রাখতে আরম্ভ করেন। এখন এটি জানা কথা, এক ছাত্র যখন শিক্ষককে গোবরের জ্বালানি তুলতে দেখবে তখন সেও শিক্ষকের সাথে একই কাজ আরম্ভ করবে। এই রীতি অনুসারে অন্যরাও যোগ দেয় এবং জ্বালানি উঠিয়ে ভেতরে রাখা আরম্ভ করে। তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে আছে দু'তিন বার আমি তাঁকে এমনটি করতে দেখেছি। যখনই তিনি এমনটি করতেন অন্যরাও তাঁর সাথে যোগ দিত।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর অভ্যাস ছিল তিনি যখন যার পর নাই আনন্দিত হতেন এবং ভালোবাসার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা উল্লেখ করতেন তখন মির্যা শব্দ ব্যবহার করতেন এবং বলতেন, আমাদের মির্যা, আমাদের মির্যার অমুক কথা। প্রারম্ভিক যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন কোন দাবিও করেন নি তখন থেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যেহেতু তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল তাই তখন থেকেই তিনি এই শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। অনেক নির্বোধ তখন আপত্তি করতো আর বলতো, হযরত মৌলভী সাহেবের হৃদয়ে নাউযুবিল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে মানুষ সচরাচর খলীফা আউয়াল (রা.)-কে মৌলভী সাহেব বা বড় মৌলভী সাহেব বলে সম্বোধন করতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি নিজে মানুষের মুখে কয়েক বার এই আপত্তি শুনেছি এবং হযরত মৌলভী সাহেবকে এর উত্তর দিতেও শুনেছি। একবার এই মসজিদেই অর্থাৎ মসজিদে আক্বসায় (যেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) খুতবা দিচ্ছিলেন) হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) দরস দিচ্ছিলেন। দরস প্রদানকালে তিনি বলেন, অনেকেই আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলে, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখি না, অথচ আমি ভালোবাসা এবং প্রেমের আতিশয্যে এই শব্দ ব্যবহার করি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বাহ্যিক শব্দ দেখা উচিত নয় বরং সেসব শব্দের পিছনে অন্তর্নিহিত যে উদ্দেশ্য থাকে তা দেখা উচিত।

দ্বিপাক্ষিক নিষ্ঠা এবং ভালোবাসার আরেকটি দৃষ্টান্ত তিনি (রা.) তুলে ধরেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা কেমন ছিল তা কারো অজানা নয়। তিনি (রা.) বলেন, তাসত্ত্বেও তাঁর দ্রুত হাঁটার অভ্যাস ছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ভ্রমণে যেতেন তখন খলীফা আউয়াল (রা.)ও সাথে থাকতেন কিন্তু কিছু দূর গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দ্রুত হাঁটতেন তখন খলীফা আউয়াল (রা.) গ্রামের বাহিরে একটি বটবৃক্ষের তলায় বসে পড়তেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ভ্রমণ শেষে ফিরে আসতেন তিনি (রা.) পুনরায় তাঁর সাথে যোগ দিতেন। কেউ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বলে, হযরত মৌলভী সাহেব ভ্রমণের জন্য যান না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তিনি তো প্রত্যেক দিনই যান। তখন তাঁকে বলা হয়, তিনি ভ্রমণের জন্য সাথে যাত্রা করেন ঠিকই কিন্তু এরপর বটবৃক্ষের নিচে

বসে পড়েন আবার ফেরার পথে সাথে যোগ দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরপর সব সময় হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে ভ্রমণের সময় সাথে রাখতেন। তিনি যখন দ্রুত হাঁটতেন আর খলীফা আউয়াল (রা.) পিছিয়ে পড়তেন, তিনি (আ.) একটু দাঁড়িয়ে বলতেন মৌলভী সাহেব! অমুক কথার অর্থ কি? মৌলভী সাহেব তখন দ্রুত এসে তাঁর সাথে যোগ দিতেন এবং হাঁটা আরম্ভ করতেন। এর স্বল্পক্ষণ পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় দ্রুত হেঁটে এগিয়ে যেতেন এবং কিছু দূর গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং বলতেন মৌলভী সাহেব! অমুক কথাটি এমন। এভাবে ভ্রমণকালে বিভিন্ন আলোচনা হতো। মৌলভী সাহেব পুনরায় দ্রুত হেটে তাঁর (আ.) কাছে পৌঁছতেন আর দ্রুত হাঁটার কারণে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যেত কিন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে (রা.) সাথে রাখতেন। মৌলভী সাহেব ৩০/৪০ গজ পর পিছিয়ে পড়তেন। মসীহ্ মওউদ (আ.) আবার কোন কথা বলতে গিয়ে মৌলভী সাহেবকে সম্বোধন করতেন এবং তিনি দ্রুত হেঁটে এসে তাঁর সাথে যোগ দিতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমনটি করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল মৌলভী সাহেবকে দ্রুত হাঁটতে অভ্যস্ত করা। দ্রুত হাঁটার অভ্যাস না থাকার কারণেই তাঁর গতি ছিল মন্থর। চিকিৎসা পেশা এমন যে, প্রায়শঃ মানুষকে বসে থাকতে হয়, বাহিরে কোন রোগী দেখতে যেতে হলেও বাহন প্রস্তুত থাকে, তাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর দ্রুত হাঁটার অভ্যাস ছিল না। নতুবা তাঁর মাঝে যে পর্যায়ের আন্তরিকতা ছিল বা যতটা আন্তরিকতা ছিল সে সম্পর্কে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'চে খুশ বূদে আগার হার ইয়াক্য্ উম্মাত নূরে দীঁ বূদে'** অর্থাৎ উম্মতের সবাই যদি নূরউদ্দীন হয়ে যেতো তাহলে কতই না ভালো হতো।

আরেকটি দৃষ্টান্ত যার মাধ্যমে খলীফা আউয়াল (রা.)-এর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রকাশ পায় তা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার নিজের চিকিৎসালয়ে বসেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। হযরত মীর সাহেব সেখানে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমন ভয়াবহ পেট ব্যথা হয় যে, ডাক্তাররা বলে, অপারেশন করানো আবশ্যক। কেউ কেউ বলে, ইউনানী ঔষধের মাধ্যমে অপারেশন ছাড়াও আরোগ্য লাভ হতে পারে। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খলীফা আউয়াল (রা.)-কে টেলিগ্রাম পাঠান, যেই অবস্থায়-ই থাকুন না কেন চলে আসুন। তিনি খুব সম্ভব তখন ক্লিনিকে বসে ছিলেন, কোটও পরিহিত ছিলেন না আর সাথে পয়সাও ছিলো না। তিনি খুব সম্ভব হাকীম গোলাম মোহাম্মদ মরহুম অমৃতসরীকে সাথে নিয়ে সেভাবেই যাত্রা করেন। হাকীম গোলাম মোহাম্মদ সাহেব বলেন, আমি ঘর থেকে টাকা পয়সা নিয়ে আসি কিন্তু তিনি বলেন, না, নির্দেশ হলো, যে অবস্থায়-ই থাকো চলে আসো। সবাই জানে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে ভালো হাঁটতে পারতেন না, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ভ্রমণে যেতেন তখন তিনি পিছিয়ে পড়তেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতেন যে,

হযরত মৌলভী সাহেব কোথায়? খলীফা আউয়াল (রা.) পরে এসে তাঁর সাথে যোগ দিতেন নতুবা পিছিয়ে থাকতেন, আবার মসীহ্ মওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন যেভাবে ঘটনা আমি শুনিয়েছি। তিনি খুব সম্ভব হাকীম গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে সাথে নিয়ে পদব্রজে বাটালায় পৌছেন এবং বাটালা স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করেন। হাঁটার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন কিন্তু যেহেতু নির্দেশ এসেছে তাই তখন সেভাবেই হেঁটে বাটালা স্টেশনে পৌঁছে যান দেখুন! এই ছিল নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা। হাঁটতে তাঁর কষ্ট হতো কিন্তু নির্দেশ পাওয়ার পর বাটালা পর্যন্ত প্রায় ১১ মাইল দূরত্বের পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। হাকীম সাহেব বলেন, ভাড়া ইত্যাদির কি হবে? হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, এখানে বস, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই কোন ব্যবস্থা করবেন। এটি খোদার ওপর তাওয়াক্কুল বা খোদার ওপর ভরসা করার দৃষ্টান্ত। তখন এক ব্যক্তি আসে এবং জিজ্ঞেস করে, আপনি কি হাকীম নূরউদ্দীন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সেই ব্যক্তি বলে, গাড়ী আসতে ১০/১৫ মিনিট বাকী আছে, আমি স্টেশন মাষ্টারকে আপনার জন্য অপেক্ষা করার অনুরোধ করেছি, আমি বাটালার তহশীলদার। আমার স্ত্রী মারাত্মক অসুস্থ, আপনি গিয়ে রোগীনিকে একটু দেখে আসুন। তিনি যান আর রোগীনিকে দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন এবং স্টেশনে ফিরে আসেন। সেই ব্যক্তিও সাথে আসে অর্থাৎ তহশীলদারও সাথে আসে এবং বলে, আপনি গিয়ে গাড়ীতে বসুন, আমি টিকেট নিয়ে আসছি। সে ব্যক্তি তখন সেকেন্ড ক্লাস এবং থার্ড ক্লাসের একটি করে টিকেট কিনে নিয়ে আসে আর একই সাথে পঞ্চাশ রূপী নগদ দেয় এবং বলে, এটি তুচ্ছ হাদীয়া, গ্রহণ করুন। এরপর তিনি (রা.) দিল্লী পৌঁছেন এবং গিয়ে মীর নাসের নবাব সাহেবের চিকিৎসা করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটিই সত্যিকার তাওয়াক্কুল বা খোদার ওপর নির্ভরশীলতা। আল্লাহ্ তা'লা দেখেন, আমার বান্দা সত্যিকার অর্থে তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করে কি না। এই পরীক্ষা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা হয়তো মানুষকে অনাহারেও রাখতে পারেন। সব সময় পাশ করা আবশ্যক নয়, অনেক সময় পরীক্ষা হয়, মানুষকে অভুক্তও থাকতে হয়, মানুষকে উলঙ্গও রাখতে পারেন, মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দিতে পারেন, যেন মানুষকে বলা যায়, আমার এই বান্দা আমার ওপর নির্ভর করে। অনেক সময় এমনও হয়, লেঙ্গুট বা নেংটি পড়তে হয়, কাপড় ছিড়ে টুকরো হয়ে ঝুলতে থাকে এবং অনেককে তাকে এভাবে উলঙ্গ দেখিয়ে সাহায্য করার জন্য ইলহাম করে, অনেককে আক্ষরিকভাবে ইলহাম করেন, আর কতককে তার অবস্থা দেখিয়ে সাহায্যের প্রেরণা সঞ্চার করেন। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থে তাওয়াক্কুল করে এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করে তারা মানুষের কাছে হাত পাতে না বরং আল্লাহ্ তা'লা নিজেই ব্যবস্থা করেন। যারা খোদার ওপর নির্ভর করে তারা সাহায্যের জন্য কারো কাছে যান না বরং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের অভাব মোচনের জন্য মানুষকে পাঠান। এটি তাওয়াক্কুলের অনেক বড় একটি দৃষ্টান্ত, যেই পদমর্যাদায় তিনি (রা.) উপনীত ছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যে পদমর্যাদা ছিল, তা ছিল স্বতন্ত্র এবং অনেক বড় পদমর্যাদা। তিনি আল্লাহ্‌র অনেক বড় ওলী বা বন্ধু ছিলেন। কিন্তু এটি বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়া উচিত নয় অর্থাৎ এতটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিও না বা এমন পর্যায়ে নিয়ে যেয়ো না যেখানে গিয়ে মানুষকে তা বর্ণনা করার জন্য বাড়াবাড়ি করতে হয়। তাঁর সন্তান-সন্ততির কেউ কেউ এটি বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছে আর কোন কোন লাহোরীও এমনটি করে থাকে। কিন্তু লাহোরীরা তাঁর (রা.) ভালোবাসায় এমনটি করে না বরং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা হলো তাদের উদ্দেশ্য।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সত্যের বহিঃপ্রকাশ থেকেও বিরত থাকা উচিত নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, তার (রা.) মর্যাদাকে উন্নীত করেছেন। যেমন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকর (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)-এর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু কুরআন হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য নাযিল হয় নি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামে কোথাও এ কথার উল্লেখ করা হয় নি যে, আমরা তোমাকে নূরউদ্দীনের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাঠিয়েছি। তবে হ্যাঁ, যা সত্য ছিল, যা বাস্তবতা ছিল তা তিনি (আ.) প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি (আ.) বলেন,**'চে খুশ বূদে আগার হার ইয়াক্‌য্ উম্মাত নূরে দীঁ বূদে'** অর্থাৎ কতইনা ভালো হতো যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরউদ্দীন হয়ে যেতো।

এটি একটি সত্য ও বাস্তবতা ছিল যা বলা উচিত ছিল। যিনি কুরবানী করেছেন অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.) যে কুরবানী করেছেন সেই কুরবানী বা ত্যাগের কথা না বলা অকৃজ্ঞতার নামান্তর। তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, একবার এক রোগী আসে এবং বলে, আমি মৌলভী সাহেবের চিকিৎসা গ্রহণ করেছি, এতে আমার অনেক উপকার হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেদিন অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু একথা শোনার পর তিনি উঠে বসেন এবং হযরত আম্মাজান (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লাই মৌলভী সাহেবকে অনুপ্রাণিত করে এখানে এনেছেন। এখন সহস্র সহস্র মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। মৌলভী সাহেব যদি এখানে না আসতেন তাহলে কীভাবে এদের চিকিৎসা হতো। অতএব মৌলভী সাহেবের সত্ত্বাও খোদার অনেক বড় এক অনুগ্রহ। এই হলো কৃতজ্ঞতা কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি (আ.) কোন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেন নি।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক সাহাবীর বরাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বিনয়ের পরাকাষ্ঠার উল্লেখ করেন। তিনি (রা.) এক সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করেন, অর্থাৎ সেই সাহাবী একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে দেখা করতে আসেন, তিনি মসজিদে মুবারকে বসেছিলেন। দরজার কাছে জুতা রাখা ছিল। সাদাসিদে পোশাক পরিহিত একজন মানুষ এসে জুতার কাছে বসেন। সেই সাহাবী বলেন, আমি ভাবলাম, এ হয়তো কোন

জুতা চোর হবে তাই আমি আমার জুতার ওপর দৃষ্টি রাখি, কোথাও আবার সে তা নিয়ে পালিয়ে না যায়। তিনি বলেন, এর স্বল্পকাল পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইন্তেকাল করেন। আমি শুনেছি, তাঁর (আ.) জায়গায় অন্য এক ব্যক্তি খলীফা হয়েছেন। আমি বয়আতের জন্য আসি। বয়আতের জন্য হাত প্রসারিত করে আমি দেখি, ইনি সেই ব্যক্তি যাকে আমি আমার অজ্ঞতাবশতঃ জুতা চোর ভেবেছিলাম অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.)। আমি তখন খুবই লজ্জিত হই। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি জুতার কাছে এসে বসে পড়তেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ডাকলে তিনি কিছুটা এগিয়ে আসতেন। এরপর যখন তিনি (আ.) বলতেন, আজকে মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেব আসেন নি? তখন তিনি আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেন। এভাবে বার বার বলার পর তিনি সামনে আসতেন। এই সাহাবী বর্ণনা করেন, আমি তাঁর সন্তান-সন্ততিকেও বলতাম, এই মর্যাদা যা তিনি অর্জন করেছেন তা তিনি এভাবে বিনয়ের মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। অতএব এই ছিল তাঁর (রা.) বিনয়, সেই ব্যক্তির বিনয় যিনি জ্ঞান এবং তত্ত্বের পরম মার্গে উপনীত ছিলেন, যিনি ভারতের শীর্ষ পর্যায়ের চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে অসাধারণ সম্মানে ভূষিত করেছেন। কিন্তু এসব বিষয় তাঁকে আরো অধিক বিনয়ী করে তুলেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন এবং তাঁর নামে নৈরাজ্যবাদীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি দিন আর আমাদেরকেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছানুসারে এই নমুনা এবং এই আদর্শ দেখে শিক্ষা লাভের তৌফিক দান করুন।

আজ মরিশাসের বার্ষিক জলসা হচ্ছে। মরিশাস আহমদীয়তের একশত বছর পূর্ণ হয়েছে। তারা এ বছর নিজেদের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই জলসা সকল অর্থে বরকতময় করুন আর এই শত বছর সেখানে ভবিষ্যৎ উন্নতির ভীত প্রমাণিত হোক, তারা যেন নতুন নতুন পরিকল্পনা হাতে নিতে পারে। সেখানে কতিপয় নৈরাজ্যবাদীও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের হাত থেকে জামাতকে নিরাপদ রাখুন এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। তাদের এই জলসা এবং অনুষ্ঠানমালাকে সার্বিকভাবে তিনি আশিসময় করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।